যুগান্তর

তারিখ ... 1 NOV 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অভিভাবক ফোরামের প্রতিবাদ

বেসরকারি স্কুল-মাদ্রাসায় এক বছরেই ভর্তি ফি দ্বিগুণ

মুসতাক আহমদ

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক বছরেই ভর্তি ফি দ্বিগুণ করা হচ্ছে। প্রথম থেকে নবম পর্যন্ত ভর্তিতে গত বছরের ১৪ নভেম্বরের এক আদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করেছিল। পরে দেড় মাসের মাথায় ২১ জানুয়ারি তা বাড়িয়ে ৮ হাজার টাকা করা হয়। এখন তা ১০ হাজার টাকা করার প্রস্তাব উঠেছে। এ নিয়ে আজ বেলা ১১টায় মন্ত্রণালয়ে সভা বসছে। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সংগঠন 'অভিভাবক ফোরাম' এরই মধ্যে সরকারি ওই খসড়া প্রস্তাবনার প্রতিবাদ জানিয়েছে। এ নিয়ে তারা এক মাসের কর্মসূচিও ঘোষণা করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, আগামী বছরের ভর্তি নিয়ে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড থেকে যে প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে, তাতে এবারের জেএসসি পরীক্ষায় এক বিষয়ে ফেল করা কোন শিক্ষার্থীকে নবম শ্রেণীতে ভর্তি না করার কথা বলা হয়েছে। তবে তারা আগামী বছর কেবল ফেল করা বিষয়গুলোতেই পরীক্ষা দেবে কিনা, তা স্পষ্ট করা হয়নি। নীতিমালায় এছাড়াও বর্তমানে এক থেকে তিন বিষয়ে ফেল করা যেসব শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে, তাদের মধ্যে যারা ফের ফেল করবে, তাদের আগামী বছর অষ্টম শ্রেণীতেই পুনঃভর্তি হয়ে লেখাপড়া করতে হবে। প্রস্তাবিত নীতিমালায় সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব। বলা হয়েছে, আগের বছরের জিপিএর ভিত্তিতে মেধানুযায়ী ভর্তি হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মাধ্যমিক) এএস মাহমুদ যুগান্তরকে জানান, প্রতি বছরই শেষের দিকে পরের বছরের ভর্তি কার্যক্রমকে সামনে রেখে নীতিমালা প্রকাশ করে থাকে মন্ত্রণালয়। এবারও একটি নীতিমালা প্রকাশ করা হবে। তবে এবারের নীতিমালাটিকে আরও গণতান্ত্রিক করার জন্য সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, এ নিয়ে একটি খসড়া নীতিমালা করতে বলা

দ্বিগুণ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

দ্বিগুণ : ভর্তি ফি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছিল বোর্ডগুলোকে। তারা একটি প্রস্তাবনা দিয়েছে। সেটি শুধুই প্রস্তাবনা, সিদ্ধান্ত নয়।
নাম প্রকাশ না করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানিয়েছেন,
নীতিমালা প্রণয়নকে সামনে রেখে বিভিন্ন বোর্ডের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাবনা খসড়া আকারে
মন্ত্রণালয়ে জমা পড়েছে, সেটির ওপর এখন আলোচনা হবে। প্রস্তাবনায় অনেক কিছুই
থাকতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্ত হবে জনগণের সার্বিক স্বার্থকে সামনে রেখে।
খসড়া নীতিমালায় দেখা যায়, এক বিষয়ে ফেল করে বিশেষ বিবেচনায় নবম শ্রেণীতে
পড়ছে। ওইসব শিক্ষার্থীর মধ্য যারা চলতি ২০১২ সালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না,
তাদের ফের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হতে হবে। একাধিক বিষয়ে ফেল করে যারা এবার রেফার্ড
পরীক্ষা দিচ্ছে, তাদের কেউ ফেল করলেও অষ্টম শ্রেণীতে পুনঃভর্তি হয়ে ২০১৩ সালে পরীক্ষা
দিতে হবে। এতে এবার ফেল করা কোন শিক্ষার্থীকে নবম শ্রেণীতে ভর্তি করার কথা দু'ছুন
পৃথকভাবে বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, নবম শ্রেণীতে ভর্তি জিপিএর ভিত্তিতে হবে,
পরীক্ষা নয়। আর জাতীয় শিক্ষাক্রম ব্যতীত পাঠ্যক্রম উত্তীর্ণ কেউ নবম শ্রেণীতে ভর্তি হতে
পারবে না। এর ফলে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে বিদেশী কারিকুলামে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত
লেখাপড়া করে কেউ আর জাতীয় কারিকুলামে ভর্তির সুযোগ পাবে না। নীতিমালায় ৯০ ভাগ
আসন মেধারভিত্তিতে ভর্তির প্রস্তাব করে বলা হয়, বাকি আসনের ৩ ভাগ বিভাগীয় সদরের
বাইরের বিদ্যালয়ের, ৫ ভাগ মুক্তিযোদ্ধা এবং ২ ভাগ শিক্ষা বিভাগ ও স্কুলের শিক্ষক,
ম্যানেজিং কমিটি ইত্যাদি থেকে পূরণ করা যাবে। আর ২৮ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভর্তির সব
কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। অনুমোদিত আসনের বেশি ভর্তি করা যাবে না। গত বছরের
রাজধানীর আইডিয়াল স্কুলে মার্চে সাড়ে ১৫শ' শিক্ষার্থীকে অবৈধভাবে ভর্তির ঘটনা হয়েছে।
বলা হয়, ফরমের ফি ২শ' টাকা রাখা যাবে। নবম শ্রেণীতে ভর্তিকালে বোর্ডের জন্য ৫টি
খাতে ১৪০ টাকা নেয়া যাবে।
সবচেয়ে স্পর্শকাতর হচ্ছে ভর্তি ফি নির্ধারণ। এতে প্রস্তাব করা হয়, মেট্রোপলিটন এলাকায়
এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ ৭ হাজার, আংশিক এমপিওভুক্তরা ১০ হাজার, এমপিওবিহীন
ও ইংরেজি মাধ্যমের জন্য সর্বোচ্চ ১২ হাজার টাকা নিতে পারবে। উন্নয়নের জন্য ৩ হাজার
টাকার বেশি নিতে পারবে না। পাঠ বিরতির ক্ষেত্রে বোর্ডের জন্য ৪টি খাতে ৮৪০ টাকা দিতে
হবে। বোর্ডে শিক্ষার্থীর তালিকা জমাকালে আদায়কৃত অর্থের বিবরণীও জমা দিতে হবে।
প্রস্তাবনায় অনুমতি বা স্বীকৃতিবিহীন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ ঘোষণা করার সুপারিশ
রয়েছে। আর ১ মার্চ থেকে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে বিদ্যালয় পরিবর্তন সম্পন্ন করতে হবে।
বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া শিক্ষার্থীকে ছাড়পত্র প্রদান বা ভর্তি করা যাবে না। নীতিমালা
লংঘনের দায়ে দোষী বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার পাঠদানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি ও
এমপিও বাতিল করার সুপারিশ রয়েছে।
উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত বছরের ১৪ ডিসেম্বরের (চলতি শিক্ষাবর্ষের জন্য) ভর্তি
নীতিমালায় ভর্তি ফরমের মূল্য ১০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া সারাদেশে সেশনচার্জ
ও ভর্তি ফি ৫০০ টাকা, উপজেলা সদরে এক হাজার টাকা, পৌর ও জেলা সদরে দুই হাজার
টাকা, ঢাকা ছাড়া বাকি সব মেট্রোপলিটন শহরে তিন হাজার টাকা এবং ঢাকায় ৫ হাজার
টাকা ভর্তি ফি নির্ধারণ করা হয়। নীতিমালায় বলা হয়, এর বাইরে মাত্র তিন হাজার টাকার
বেশি উন্নয়ন ফি কেউ নিতে পারবে না। এর নীতিমালা জারির মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই চলতি
বছরের ৩১ জানুয়ারি তা সংশোধন করে আবারও বাড়ানো হয়। এতে রাজধানী ঢাকা শহরের
সব এমপিওভুক্ত ও আংশিক এমপিওভুক্ত সব প্রতিষ্ঠানে সেশন চার্জ ও এক মাসের বেতনসহ
ভর্তি ফি বাংলা মাধ্যমে ৮ হাজার ও ইংরেজি মাধ্যমে ১০ হাজার টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষাবোর্ড চেয়ারম্যান
অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, ভর্তি নীতিমালার একটি খসড়া মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া
হয়েছে। এখন তা সবার সঙ্গে আলোচনা করে তা চূড়ান্ত করা হবে।
উল্লেখিত আজকের সভায় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, রাশেদা কে চৌধুরী, ড. কাজী
খলীকুজ্জমান আহমেদ, অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদসহ
আরও কয়েকজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর আগে ৭ নভেম্বর বেলা ১১টায় শিক্ষা
মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় এ নিয়ে আলোচনা করা হবে।
রাজধানীর তিন স্কুল : প্রথম শ্রেণীর ভর্তি ফরমের দাম বাড়ানোর জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব
দিয়েছে রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং
উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ। তারা ভর্তি ফরমের ফি ১শ' টাকার পরিবর্তে ৫শ'
টাকা চান। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও ঢাকা-৮ আসনের
সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন ২ নভেম্বর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে লেখা এক
চিঠিতে এ অনুরোধ জানান। তিনি ওই তিনটি প্রতিষ্ঠানেরই পরিচালনা কমিটির সভাপতি।
প্রসঙ্গত, সরকার ভর্তি ফরমের মূল্য ১শ' টাকা নির্ধারণ করলেও চলতি বছর (২০১২
শিক্ষাবর্ষ) আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ৬শ' টাকা করে নেয়। এর ফলে তারা এক কোটি
১৩ লাখ টাকা আয় করে। এর মধ্যে ৮৪ লাখ টাকাই ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছে
প্রতিষ্ঠানসংশ্লিষ্ট সবাই।
২ ভাগ সংসদ সদস্য কোটা : এদিকে ৮ নভেম্বর সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এক সুপারিশে
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২ ভাগ সংসদ সদস্য কোটা সৃষ্টির সুপারিশ করেছে। সংশ্লিষ্টরা
জানান, এ বিষয়টিও আজ মন্ত্রণালয়ের সভায় আলোচনায় আসতে পারে।
সংবাদ সম্মেলন : প্রস্তাবিত নীতিমালা পাস করা এবং ভর্তি ফি বৃদ্ধির প্রস্তাবের প্রতিবাদে
মানববন্ধন, স্কুলে স্কুলে বিক্ষোভ এবং জনসংযোগ ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি ঘোষণা করেছে
অভিভাবক ফোরাম। জাতীয় প্রেস ক্লাবে শনিবার এক সংবাদ সম্মেলন থেকে এ কর্মসূচি
ঘোষণা করা হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান জিয়াউল কবীর
[illegible] উপস্থিত ছিলেন।